

চবি কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ একাডেমিক নিয়ম মানতে হবে সকল শিক্ষার্থীকে

৷ রিয়াজ হায়হান, চবি সংবাদদাতা ৷

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের একাডেমিক আচরণ সম্পর্কে সচেতন করতে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অচিরেই এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন ভিসি প্রফেসর ড. এম বদিউল আলম। এতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন চট্টগ্রামের সিভিল প্রশাসনের সীর্ষ কর্মকর্তারাও।

এ প্রসঙ্গে ভিসি ইত্তেফাককে বলেন, অনেক ছাত্র-ছাত্রী তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন নয়। এ কারণে নানা ধরনের অশ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একাডেমিক সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। গত বুধবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সাথে চট্টগ্রাম রেঞ্জের পুলিশের উপ-মহাপরিদর্শক ও জেলা পুলিশ সুপারের এক সভায় এ বিষয়ে একটি বসড়া তৈরি করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি শিক্ষার্থীর নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক নিয়ম সংশ্লিষ্ট একটি চিঠি প্রেরণ করা হবে। চিঠিতে নিয়ম অমান্য করলে কি কি শাস্তির বিধান রয়েছে তারও উল্লেখ থাকবে। এ পদক্ষেপের অংশ হিসাবে সকল শিক্ষার্থীর সাথে প্রশাসনের বৃহৎ পরিসরে মজবিনাময় সভার আয়োজন করা হবে। এতে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যা এবং এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালানো হবে। তবে এটি কেশ্রীয়ভাবে করা হবে নাকি ফ্যাকাণ্ডি (১৫শ পৃঃ ১-এর কঃ ৫ঃ)

একাডেমিক নিয়ম মানতে

(১৬শ পৃঃ পর)

অনুযায়ী করা হবে তা এখনও নির্ধারিত হয়নি।

শাটল ট্রেনের বণিজ্যিক প্রণয়নের বন্ধন ব্যাপারে কার্যকর উদ্যোগ নেয়ার কথা বলা হয় উক্ত পর্যায়ের এ সভায়। এ প্রেক্ষিতে প্রতিটি কক্ষের সাথে ছাত্রদের নাম-ঠিকানা সনাক্ত করে তাদের অতিভাবকদের কাছে চিঠি প্রেরণ করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এছাড়া প্রতিটি ছাত্র সংগঠনের সাথে বৈঠক করে ক্যাম্পাসে শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে করণীয় ঠিক করা হবে বলে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে প্রক্টর প্রফেসর ড. মোহাম্মদ জগিব জমিন ইত্তেফাককে বলেন, ক্যাম্পাস স্থিতিশীল রাখতে জামতা সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। পরবর্তীতে শুল্কসহ জমির জন্য কঠিকে শান্তি প্রদান করা হবে সর্বশেষ ব্যক্তি যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন জমি না এখন অভিযোগ করতে না পারেন।